DEC. 1 5 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিন্ডারগার্টেন ও বোর্ড বহির্ভূত স্কুলে পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্তির নামে কোটি টাকার লেনদেন

সৌমেন ধর, চট্টগ্রাম অফিস : মান যাছাই ছাড়াই আসন্ন শিক্ষা বছরের কিন্ডার গার্টেন ও বোর্ডবহির্ভূত স্কুলে পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করার নামে প্রায় ৭ কোটি টাকা প্রকাশকদের কাছ উপরি আদায়ের পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক। কিন্ডার গার্টেন ও বোর্ডবহির্ভূত স্কুলের শিক্ষকরাই এই টাকার বড়ো একটি অংশ পাবেন। এ কারণে বিভিন্ন স্কুলে নিম্নমানের বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন সচেতন মহল।

সূত্র জানায়, প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শুরুতে মাধ্যমিক স্কুলগুলো জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রণীত বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য কিছু বইয়ের তালিকা প্রকাশ করে। এই বইগুলো পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে স্কুলের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকরা লেখক ও প্রকাশকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উপরি আদায় করেন। আসন্ন শিক্ষা বছরে এই উপরি আদায়ের পরিমাণ ৭ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে শিক্ষকরা এই টাকা আদায় করলেও স্কুলগুলোর ম্যানেজিং কমিটির কর্তাব্যক্তিরাই এ টাকার আরেকটা অংশ কৌশলে হাতিয়ে নেন বলে সূত্র জানায়।

চট্টগ্রামে সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ১৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ৫৫৩টি, কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রায় ৩৫০ ও বোর্ডবহির্ভূত স্কুল ৫০টিরও বেশি। এছাড়া ২৩৩টি মাদ্রাসাসহ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন স্কুল রয়েছে ৪২টি। চট্টগ্রামের লাইব্রেরি মালিকদের মতে, ১ হাজারের বেশি এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নামে প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষের লেনদেন হয়। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি টাকার লেনদেন হয় মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে। এসব স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা দ্বিতীয়পত্র, ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র, বাংলা সংকলন ও ইংরেজি সংকলনের বই বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত না হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতোই বিভিন্ন বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

সূত্র জানায়, প্রায় ৭০০ স্কুল এবং ২৫০টি মাদ্রাসায় প্রতি ক্লাসে এই ৪টি বই অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতি বইয়ের পেছনে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উপরি দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এভাবে একটি স্কুলে প্রতি বছর ১ লাখ টাকা উপরির মাধ্যমে আয় হয়। স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে উপরি আয়ের পরিমাণ দেড় থেকে দুলাখ টাকাও হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক এ প্রসঙ্গে জানান, প্রতিটি স্কুলে প্রতি বছর ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকাও এভাবে আয় হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকাশক জানান, নিয়ম আছে, প্রকাশকরা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সৌজন্য সংখ্যা স্কুলগুলোতে দিয়ে থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব বই বিবেচনা করে মানসম্পন্ন বইগুলোকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবো। কিন্তু বর্তমানে মানের বদলে টাকার পরিমাণকে বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বই পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করছেন।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ রয়েছে কিন্ডার গার্টেন ও বোর্ডবহির্ভূত স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে। এসব স্কুলের বিরুদ্ধে বোর্ড প্রণীত বই না পড়িয়ে পছন্দ মতো লেখক ও প্রকাশকদের বই পড়ানোর অভিযোগও পাওয়া যায়। সূত্র জানায়, কিন্ডার গার্টেনগুলোতে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫৬টি বই অন্তর্ভুক্ত করা হয় উপরি আদায়ের মাধ্যমে। প্রতি বই থেকে কমপক্ষে ১ হাজার টাকা উপরি আদায় করা হলে কিন্ডার গার্টেনগুলো প্রতি বছর আয় করে ২ কোটি টাকা ও বেশি। বোর্ডবহির্ভূত স্কুলগুলোতে এ টাকার পরিমাণ আরো বেশি।

কয়েকজন বই ব্যবসায়ী জানান, এ ধরনের বই স্কুলে পাঠ্য হওয়ার আগে দাম কম রাখা হলেও পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দাম বেড়ে যায় কয়েকগুণ বেশি। তাদের মতে, উপরি দিয়ে এস বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দাম বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তারা জানান, কিছু শিক্ষক বইপাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সময় টাকা না নিয়ে ঐসব বই বিক্রি বা লাভের ওপর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমিশনও নেয়। তবে জনৈক শিক্ষক জানান, মূলত স্কুলের ম্যানিজিং কমিটিই শিক্ষকদের সামনে রেখে এ টাকা হাতিয়ে নেয়।